দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 2013
পৃষ্ঠা 27 কলাম 3

১৭৩ বছরে ঢাকা কলেজ

শিক্ষার নিয়ন আলোয় আলোকিত

● তারেক কায়সার

নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হলো ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের ১৭৩তম প্রতিষ্ঠাদিবস ও প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী। শনিবার সকালে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের প্রবীণতম ছাত্র আবুল কালাম আজাদ মুহাম্মদ যাকারিয়া। এ সময় বক্তারা উপমহাদেশের তথা অবিভক্ত ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কলেজের অবদান স্মরণ করেন। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখা এ প্রতিষ্ঠানের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা কলেজের সাবেক শিক্ষক ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, আমি ২৩ বছর এ কলেজের অধ্যাপক ছিলাম। এ কলেজের প্রতিটি কক্ষে আমার যৌবনের স্মৃতি রয়েছে। তিনি বলেন, আজকে ঢাকা কলেজের অনেক ছাত্র দেশ পরিচালনায় যুক্ত রয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলে- স্যার আপনি আমাদের বৈষ্ণবী পড়িয়েছেন। তখন আমি বলি, শেষ করি নাই তো! হ্যাঁ, আমি কোনোদিন ছাত্রদের বইয়ের পড়া পড়াতাম না। কারণ আমি জানি বইয়ের পড়া পড়ালেও তারা তা লিখবে না। তারা লিখবে নোটের দেয়া লেখা।

পুনর্মিলনীতে প্রাক্তন ছাত্রদের উপস্থিতিতে কলেজ মাঠ মিলন মেলায় পরিণত হয়। প্রথম পর্বে কলেজের অধ্যক্ষ ড. আয়েশা বেগমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্বে কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্র কবি মোহন রায়হান। পরে যাদু প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এবার ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জেনে নেই। ঢাকার বিদ্যারণ্যে এক প্রবীণ বৃক্ষ 'ঢাকা কলেজ'। ডাকাতিয়ার জলে ধোয়া বুড়িগঙ্গার স্মৃতিসিক্ত ইতিহাসের সমর যার 'ঢাকা কলেজ'। ১৮৩৫ সালের 'ইংলিশ সেমিনারি স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে ইংলিশ সেমিনারি স্কুল পোশাক পরিবর্তনের মাধ্যমে 'ঢাকা কলেজ' নাম ধারণ করে। বুড়িগঙ্গার তটছোঁয়া সদরঘাট ছিল ঢাকা কলেজের শৈশব ক্যাম্পাস।

১৯০৮ সালে কার্জন হলে অভিবাসিত হয় ঢাকা কলেজ। ১৯২১ সালে 'ঢাকা কলেজ' হাইকোর্টের লাট ভবনে নীড় বাঁধে। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেনা তাঁবু গ্রাস করে হাইকোর্ট ভবন। নীড়ভাঙা ঢাকা কলেজ ১৯৪৩ সালে ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান কবি নজরুল কলেজের মূল ভবন) দালানে কিছুদিন ডানা ঝাপটালেও সিদ্দিকবাজারে খান বাহাদুর আবদুল হাইয়ের মরচে-ধরা দালানে আশ্রয় পায়। সদরঘাটের শরণার্থী 'ঢাকা কলেজ' নীড়ভাঙার জোয়ার-ভাটায় ভাসতে ভাসতে ১৯৫৫ সালে আপন গৃহের সন্ধান পায় বর্তমান 'ঢাকা কলেজ' বসত ভবনে।